কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মানীয় বিচারপতিঃরবি **কৃষণ কাপুর, জে।**

কমোডিটি কালচার পিটিই লিমিটেড.
বনাম
মালিকগন এবং ভেসেলে আগ্রহী পক্ষগণ

2022-এর আই এ-১, যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ২৭/০৪/২০২৩ এ

সালিসি ও সমঝোতা আইন (১৯৯৬ সালের ২৬ নং আইন), ধারা 45- পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠানোর ক্ষমতা- মানি স্যুট- ক্ষয় এবং ক্ষতির জন্য দাবি- সালিশ ধারার "যদি থাকে" শব্দগুলি পক্ষগুলির মধ্যে একটি বৈধ, বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োগযোগ্য সালিশ চুক্তি ছিল কিনা তা থেকে কোনও উপায়ে বিচ্যুত করে কিনা।- দলগুলি সচেতনভাবে ইংরেজি আইনের প্রয়োগের সাথে সিঙ্গাপুরে সালিশের জন্য নির্দিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হয়েছে-"যদি থাকে" শব্দগুলিকে উদ্‌বৃত্ত হিসাবে বা "যদি কোনও বিরোধ দেখা দেয়" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে-অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত পরিভাষায় সংক্ষিপ্ততা সালিশের রেফারেন্স প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তি হতে পারে না। - পক্ষগুলির স্পষ্ট চুক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের বিরোধগুলিকে সালিশের কাছে পাঠানো - আরবিট্রেশন ধারাটি সালিশকারীর কাছে বিরোধের রেফারেন্সের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল।

(অনুচ্ছেদ ৯,১১,১৩,১৪)

উল্লেখিত মামলাঃ **সময়ানুক্রমিক অনুচ্ছেদসমুহ**

সারা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বনামগোল্ডেন অ্যাগ্রি ইন্টারন্যাশনাল	
পিটিই লিমিটেড এবং অন্য (২০১০) ১১৮ ডিআরজে ৪৭১	অনুছেদ নং (১০)
এ আই আর অনলাইন ২০০৭ এসসি ১০৭	অনুচ্ছেদ নং(১০)
মঙ্গিস্তামুনাইগাজ অয়েল বনাম ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড ট্রেড (১৯৯৫)১ লয়েডের আইন প্রতিবেদন ৬১৭অনুচ্ছেদ নং(৯)	
এ. আই. আর ১৯৯৩ এস. সি ১০১৪	অনুচ্ছেদ নং (১২)
এ আই আর অনলাইন ২০২২ এসসি ৪০৫	অনুচ্ছেদ নং(১৩)
এ আই আর অনলাইন ২০১৯ বোম ৩৪৪৪	অনুচ্ছেদ নং (১৩)
এআইআর ২০০৯ (এনওসি) ১৯৬৮(এপি)	অনুচ্ছেদ নং (১০)
এ আই আর অনলাইন ২০২৩ বোম ২৯৫	অনুচ্ছেদ নং (১৩)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে প্রথমেশ কামাত, রাতুল দাস, দ্বিপ্রজ বসু, এস আইয়ার, এ দত্ত; প্রতিবাদী পক্ষে কে ঠাকর, অমিতাভ মজুমদার, এস মিত্র, এস কুণ্ডু।

1.**আদেশঃ- বাদী** চার্টারার দ্বারা এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছে ৯০৫,০০০ মার্কিন ডলার (৭,১৪,৫০,৫৬৫/- টাকা)-এর ডিক্রি দাবি করে যা অভিযুক্ত জাহাজের মালিকদের দ্বারা চার্টার পক্ষের ভুলভাবে প্রত্যাখ্যানের কারণে বাদী কর্তৃক ভুক্ত ক্ষয় ও ক্ষতির জন্য এবং অতিরিক্ত ৩০,০০০ মার্কিন ডলার (23,68,527/-টাকা) আইনি খরচ হিসাবে।

2. মামলা দায়ের করার পর বাদী হলদিয়া বন্দরে নোঙর করা বিবাদী জাহাজটিকে গ্রেপ্তারের আদেশ চেয়েছিলেন।৭ জুলাই, ২০২২ তারিখের একটি আদেশে, এই আদালত প্রাথমিকভাবে জাহাজটিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিল।

এরপরে, বিবাদী জাহাজের মালিকরা হাজির হন এবং মামলাটির রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কে তাদের অধিকার এবং বিতর্কের প্রতি পূর্বধারনা ছাড়াই পুরো পরিমাণ অর্থ ভারতীয় মুদ্রায় ৭,৩৮,১৯,০৯২ টাকা জামিন বাবদ প্রদান করেন, যার পরে যথাক্রমে ১৪ জুলাই,২০২২ এবং ১৮ জুলাই, ২০২২ তারিখের আদেশে বিবাদী জাহাজটি মুক্তি পায়।

3. পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি বিবাদী জাহাজে অপরিশোধিত পাম তেল পরিবহনের জন্য একটি স্পষ্ট নির্দিষ্ট রিক্যাপ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

২৩শে মে, ২০২২ তারিখের একটি ই-মেইলের মাধ্যমে, পক্ষগুলি একমত হয়েছিল যে "আবেদনের জন্য সংশোধনের সাথে অ্যাটাচড চার্টার রাইডার সিএলএস"-এর জন্য "বিশেষ শর্তাবলী" প্রদান করা হয়েছে।
সুতরাং সালিশি ধারাটি ভেগোইলভয় চার্টার পার্টি ফর্মে পরিবর্তিত হয়েছিল।সালিশ চুক্তিটি নিম্নরূপঃ

"৩২সাধারণ গড়/সালিশ সাধারণ গড় এবং সালিশ, যদি থাকে, আবেদন করার জন্য ইংরেজি আইন সহ সিঙ্গাপুরে থাকতে হবে।ইয়র্ক/অ্যান্টওয়ার্প নিয়ম ১৯৭৪ যা 1994 সালে সংশোধিত, তা প্রয়োগ করতে হবে।
4. বিবাদী যুক্তি দেখান যে 32 ধারার ভিত্তিতে, এই মামলায় উত্থাপিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে একটি বৈধ এবং বাধ্যতামূলক সালিশ রয়েছে এবং পক্ষগুলিকে সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (আইন) এর ৪৫ ধারার অধীনে সালিশের জন্য পাঠানো হবে।

5. বাদীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ৩২ নং ধারায় "যদি থাকে" শব্দগুলির ব্যবহার একই অস্পষ্ট এবং অপ্রয়োগযোগ্য করে তোলে এবং ভবিষ্যতে পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠানোর সম্ভাবনা নির্দেশ করে।এটিও যুক্তি দেওয়া হয় যে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি সালিশযোগ্য নয়।

6. এই আইনের ৪৫ নং ধারায় নিম্নরূপ বিধান রয়েছেঃ

পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠানোর জন্য বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।
১ম অংশে বা ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধিতে (১৯০৮ সালের ৫) যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যখন ৪৪ ধারায় উল্লিখিত কোনও বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তখন কোনও পক্ষ বা তার মাধ্যমে বা তার অধীনে দাবি করা কোনও

ব্যক্তির অনুরোধে পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য প্রেরণ করবে, যদি না এটি খুঁজে পায় যে উক্ত চুক্তিটি অকার্যকর, নিষ্ক্রিয় বা সম্পাদনে অক্ষম।

7. বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল উপরের ৩২ নং ধারায় "যদি থাকে" শব্দের ব্যবহার পক্ষগুলির মধ্যে একটি বৈধ, বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োগযোগ্য সালিশ চুক্তি রয়েছে কিনা তা থেকে কোনও উপায়ে বিচ্যুত হয় কিনা।

৪. যে কোনও সালিশ ধারার মূল বিষয় হল সালিশের ক্ষেত্রে বিরোধ বা পার্থক্যগুলি উল্লেখ করার একটি চুক্তি যা সালিশ ধারা থেকে স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে বর্ণিত হয়।মূল বিষয় হল এবং যা নিশ্চিত করা প্রয়োজন তা হল সালিশের মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার পক্ষগুলির অভিপ্রায়।একটি চুক্তিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে পক্ষগুলির চুক্তিকে অবৈধ করার পরিবর্তে কার্যকর করা যায়।একটি চ্যাটারপার্টি একটি বাণিজ্যিক নথি হওয়ায় তাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যে বাণিজ্যিক ব্যক্তিরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতেন এবং কোনও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা আইনী ব্যাখ্যার দ্বারা এটিকে বাতিল বা ব্যর্থ করা উচিত নয়।কোনও পক্ষকে কোনও চুক্তিতে সালিশ ধারার নিষ্ক্রিয় খসড়ার সুবিধা নিতে দেওয়া যাবে না।

9. আমি দেখতে পাচ্ছি যে পক্ষগুলি সচেতনভাবে ইংরেজ আইন প্রয়োগের জন্য সিঙ্গাপুরে সালিশের জন্য একটি নির্দিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হয়েছে।এই ধারাটি অবশ্যই তেল বিক্রির জন্য একটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রেক্ষাপটে পড়তে হবে।"যদি থাকে" শব্দগুলিকে উদ্‌বৃত্ত হিসাবে বা "যদি কোনও বিরোধ দেখা দেয়" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। ধারায় ব্যবহৃত পরিভাষার সংক্ষিপ্ততা সালিশের একটি রেফারেন্স প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তি হতে পারে না। এমন কিছু নেই যা ধারাটিকে ঐচ্ছিক করে তোলে অর্থাৎ উভয় পক্ষের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি বিকল্প যে তারা বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠাতে চায় কিনা।এই ধারার জন্য কোনও নতুন সম্মতির প্রয়োজন বা বিবেচনা করা হয় না।পক্ষগুলি আবেদন করার জন্য ইংরেজি আইন সহ সিঙ্গাপুরে সালিশে প্রেরনের জন্য সম্মত হয়েছে।পক্ষগুলির স্পষ্ট চুক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের বিরোধগুলিকে সালিশের দিকে নিয়ে যাওয়া।অন্য যে কোনও অর্থ পক্ষগুলির সালিসে যেতে সম্মত হওয়ার অনুমিত অভিপ্রায়ের বিপরীত হবে এবং অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করবে।পক্ষগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তারা আদালতের আশ্রয় নেওয়ার পরিবর্তে বিরোধ নিষ্পত্তির উপযুক্ত রূপ হিসাবে সালিশকে বেছে নিচ্ছে।(মঙ্গিস্তামুনাইগাজ অয়েল বনাম ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড ট্রেড (১৯৯৫) ১ লয়েডের আইন প্রতিবেদন ৬১৭)।এই পরিস্থিতিতে সালিশ চুক্তি বাতিল বা অকার্যকর বা সম্পাদনে অক্ষম নয়।

10. বাদী পক্ষের পক্ষ থেকে উদ্‌ধৃত সিদ্ধান্তটি সারা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বনাম গোল্ডেন অ্যাগ্রি ইন্টারন্যাশনাল পিটিই লিমিটেড এবং অন্য রিপোর্ট করা হয়েছে। (২০১০) ১১৮ ডি. আর. জে ৪৭১ এই মামলার তথ্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।উক্ত সিদ্ধান্তে, আদালত

খুঁজে পেয়েছে যে সালিশ করার কোনও বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা নেই।ধারাটি অস্পষ্ট বলে মনে করা হয়েছিল এবং সালিশের ভিত্তি তৈরি করতে পারেনি। একইভাবে, জগদীশ চন্দর বনাম রমেশ চন্দর (২০০৭) ৫ এস. সি. সি ৭১৯: (এ. আই. আর. অনলাইন ২০০৭ এস. সি ১০৭)-এর সিদ্ধান্তের উপর যে নির্ভরতা রাখা হয়েছে তাও প্রযোজ্য নয়। উক্ত সিদ্ধান্তে সালিশের ধারাটি নিম্নরূপ ছিলঃ"পক্ষগুলি যদি সিদ্ধান্ত নেয় তবে পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠানো **হবে।"এইভাবে, পক্ষগুলিকে একটি বৈধ** সালিশ ধারাতে প্রবেশ করতে দেখা যায়নি।একইভাবে, গাজুলাপল্লী চেঞ্চু রেড্ডি বনাম কোয়িয়ানা জয়া লক্ষ্মী ২০০৯ (৪) এ আর বি এল আর ১১৯,: (এ. আই. আর ২০০৯ (এন. ও. সি) ১৯৬৮ (এ. পি) মামলায় আদালত দেখেছে যে "তারা তাই চায়" এবং "বিবেচনা করা উচিত" শব্দগুলি সালিশ ধারাকে অমীমাংসিত এবং অনিশ্চিত করে তুলেছে।

11. এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু এটি সর্বজনীন একটি পদক্ষেপ, তাই সালিশ ধারাটি আহ্বান করা যাবে না এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি সালিশযোগ্য নয়।এই যুক্তিও সমর্থনযোগ্য নয়।মালিকরা আদালতে হাজির হয়েছেন এবং আদালতের সন্তুষ্টির জন্য "সিকিউরিটি" প্রদান করেছেন। এরপর জাহাজটিকে গ্রেপ্তার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।এইভাবে, পদক্ষেপটি ' সর্বজনীন '-এ একটি পদক্ষেপ হিসাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং মালিকদের বিরুদ্ধে "ব্যক্তিগতভাবে" একটি পদক্ষেপ হয়ে যায়। মালিকরা উপস্থিত হয়ে আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে 'সিকিউরিটি' প্রদান করলে, ' সর্বজনীন ' এর অধিকার সংরক্ষিত থাকে এবং বাদী তার দাবি পূরণ করার অধিকার বজায় রাখে এবং সালিশ বা আদালতের মাধ্যমে ব্যক্তিগত কার্যধারায় উপলব্ধ করা হয়।উল্লেখযোগ্যভাবে, আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মামলার সম্পূর্ণ 'সিকিউরিটি' দেওয়া হয়েছিল।এই পরিস্থিতিতে, এই যুক্তির কোনও যোগ্যতা নেই যে পূর্ণ 'সিকিউরিটি' প্রদান করা হয়নি এবং এই পদক্ষেপটি সর্বজনীন-এ একটি পদক্ষেপ হিসাবে অব্যাহত রয়েছে।

12.M.V-তে এলিজাবেথ বনাম হারওয়ান ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং (পি) লিমিটেড, ১৯৯৩ সাপ্লি (২) এস. সি. সি ৪৩৩: (এ. **আই. আর ১৯৯৩ এস.** সি ১০১৪)মামলায় ৪৭৪ পৃষ্ঠায়, এটি নিম্নরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ

"৮২হাইকোর্টের নৌবাহিনীর এক্তিয়ার ভারতীয় জলসীমায় বিদেশী জাহাজের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল এবং সেই জাহাজের গ্রেপ্তারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।বিবাদী বসবাস করুক বা ব্যবসা করুক বা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তার এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক না কেন, এই এক্তিয়ার সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট দ্বারা ধরে নেওয়া যেতে

পারে।একবার হাইকোর্টের এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোনও বিদেশী জাহাজকে গ্রেপ্তার করা হলে, এবং জাহাজের মালিক হাজির হয়ে জাহাজটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের সন্তুষ্টির জন্য 'সিকিউরিটি' প্রদান করলে, কার্যধারাটি ব্যক্তিগত পদক্ষেপ হিসাবে অব্যাহত থাকে।"

13. এই প্রসঙ্গে, সিয়েম অফশোর রেড্রি এ. এস বনাম আল্টাস উবের (২০১৮) এস. সি. সি অনলাইন বোম ২৭৩০: (এ. আই. আর. এনলাইন ২০১৯ বোম ৩৪৪৪) মামলা-এর রায় এবং পোলারিস গ্যালাক্সি জাহাজে আগ্রহী মালিক ও পক্ষগণ বনাম ব্যাংক ক্যান্টনেল ডি জেনেভ (২০২২) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১২৯৩: (এ. আই. আর. অনলাইন ২০২২ এস. সি ৪০৫) মামলার রায় বাদীর মামলাটি এগিয়ে দেয় না। অ্যাংসলে ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড বনাম জুপিটার ডেনিজসিলিক তাসিমাসিলিক মুমেসিলিক সান. ভি **টিকারেট লিমিটেড সিরকেটি ২০২৩** এস. সি. সি অনলাইন বোম ৫৫৯: (এ. আই. আর. অনলাইন ২০২৩ বোম ২৯৫ মামলায় উদ্ধৃত সিদ্ধান্তটি এছাড়াও আলাদা করা যায়।এই সিদ্ধান্তে, বিবাদী জাহাজটি উপস্থিতি দেয় নি বা সিকিউরিটি প্রদান করেনি বা আদালতের **এক্তিয়ারে পেশ করা হয়** নি।জাহাজটি কেবল গ্রেপ্তারি এড়িয়ে কান্ডলা বন্দর থেকে পালিয়ে যায়নি, আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিকিউরিটি দিতেও ব্যর্থ হয়েছিল।তাই এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।

14. এই পরিস্থিতিতে আবেদন মঞ্জুর করা হয়।আবেদনের প্রার্থনা নং (এ), (বি) এবং (সি)-এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি আদেশ থাকবে।এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে প্রার্থনা (সি) এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে উভয় পক্ষই জামিনের পরিমাণের পরিবর্তন চাইতে স্বাধীন থাকবে যা সালিসী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিবাদী মালিক দ্বারা সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এই মামলায় প্রদত্ত আদেশ অনুসারে বিবাদী মালিকের দ্বারা প্রদত্ত জামিন সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও আদেশ মেনে চলবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

15. উভয় পক্ষকে এই আদালতে যথাযথ আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যদি পরিস্থিতি আদিম বিভাগের রেজিস্ট্রারের কাছে থাকা জামিনের পরিমাণের বিষয়ে ওয়ারেন্ট দেয়।

16. উপরোক্ত নির্দেশাবলীর সঙ্গে, জি. এ/৩/২০২২ নিষ্পত্তি হয়ে যায়।জি এ/১/২০২২

১৪ই জুলাই, ২০২২ এবং ১৮ই জুলাই, ২০২২ তারিখের জামিন প্রদানের আদেশগুলি যে কোনও আদেশ সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা পাস করা যেতে পারে।

জি. এ./৩/২০২২- আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, উভয় পক্ষকে সালিসী ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার

স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়ে এই আবেদনে কিছুই অবশিষ্ট নেই।

জি. এ/১/২০২২-কে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জি এ ৩/২০২২ মামলায় গৃহীত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষকে প্রদত্ত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সালিসী ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার জন্য, এই আবেদনে কিছুই অবশিষ্ট নেই।

জি. এ ২/২০২২-কে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আবেদনটি অনুমোদিত হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.